COLLEGE

Panchthupi H.G College
Dept .Philosophy
A seminar will be held on 10.7.2017
subject- Concept of Mukti in Indian Philosophy
Speaker- Hara Prosad Dey

PANCHTHUPI H.G COLLEGE
A DEPARTMENTAL SEMINAR OF PHILOSOPHY WILL BE HELD ON (10.07.2017)

SPEAKER- HARA PROSAD DEY

CONCEPT OF MUKTI IN INDIAN PHILOSOPHY
ভারতীয় দর্শনে মুক্তির ধারণা

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে চার প্রকার পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে- ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। যদিও রামায়ণ ও মহাভারতে ধর্ম, অর্থ ও কামকেই পুরুষার্থ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এটা সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না যে , মোক্ষের ধারণা তৎকালীন মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল।অনুসন্ধান করে দেখা গেছে- মোক্ষের ধারণা উপনিষদের ধারণার মতোই প্রাচীন। তবে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম, অর্থ ও কাম – এই তিনটি অধিক আগ্রহের বলে এদের ত্রিবর্গ বলা হয়েছে।কিন্তু বৈদিক ঋষিরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ- এই চার ধরনের মূল্যবোধের কথা বলেছেন।

মোক্ষ বা মুক্তি কে পরমপুরস্বার্থ বলে স্বীকার

জড়বাদী চার্বাক দর্শন ছাড়া সব ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তিকে জীবনের চরম লক্ষ্য বা পরমপুরষার্থ বলা হয়েছে। অতএব প্রাচীন তত্ত্ব অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে যে, চার্বাক ও প্রাচীন মীমাংসক ভিন্ন (অবশ্য পরবর্তী মীমাংসা দর্শনে মোক্ষ পরমপুরষার্থ রূপে স্বীকৃত হয়েছে) অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই মোক্ষ কে পরমপুরষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। তবে অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকরা মোক্ষকে পরমপুরষার্থ রূপে স্বীকার করে নিলেও ,মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁরা সকলে একমত নন।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে চার্বাক মত

চার্বাকেরা মুক্তিকে পরমপুরষার্থ রূপে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, মুক্তি বলতে যদি আত্মার মুক্তি হয় তাহলে তা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, নিত্য সত্তা রূপে আত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাঁরা বলেন, মৃত্যুকালে জীবনের পরিসমাপ্তি।তাই মৃত্যুতে জীবনের মুক্তি হওয়া সম্ভব। তাই মৃত্যু হল মুক্তি বা অপবর্গ।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে জৈন মত

জৈন দর্শনে দুঃখ- দুর্দশা ভোগী আত্মাকে ‘জীব’ বলা হয়েছে। এই জীব স্বরূপত পূর্ণ। তবে পুদগলের প্রতিবন্ধকতার জন্যই জীব তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার পরিচয় পায় না।জৈন মতে বন্ধন হল জীবের সঙ্গে কর্মপুদগলের সংযুক্তিকরণ এবং কামনা-বাসনা জনিত কর্মশক্তির প্রভাবে আত্মাতে যেসব পুদগল আকৃষ্ট হয় তাদের প্রতিহত করতে না পারলে মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ মুক্তি হল- জীব থেকে কর্মপুদগলের বিযুক্তিকরণ। জৈন মতে জীবের মুক্তি ঘটে ‘সংবর’ ও ‘নির্জরা’ নামক দুটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে। আত্মার মধ্যে নতুন পুদগলের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার নাম হল সংবর।আর তপস্যার মাধ্যমে জীবের সঙ্গে পূর্ব থেকে পুদগলের নিঃশেষে ক্ষয়সাধন হল নির্জরা।নির্জরার দ্বারা অর্জিত কর্মের বিনাশ হয় এবং এইভাবে জীবের সর্বকালের জন্য সম্পূর্ণভাবে মুক্তি ঘটে। একেই বলে মোক্ষ। আর এই মোক্ষ লাভের পথ হল সম্যকদর্শন, সম্যকজ্ঞান ও সম্যকচরিত্র।এদের একত্রে ত্রিরত্ন বলে।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বৌদ্ধ মত

বৌদ্ধ দর্শনে মুক্তিকে নির্বাণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বুদ্ধদেব দুঃখের মূল কারণকে বলেছেন ‘অবিদ্যা’।বৌদ্ধ মতে অবিদ্যা হল চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাব। আর অবিদ্যা দূরীভূত হলে দুঃখ নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব।

নির্বাণ – শব্দের অর্থ অনেকে ‘নিভে যাওয়া’ বা ‘নির্বাপিত হওয়া’ বলে বর্ণনা করলেও , বুদ্ধদেব কিন্তু এ অর্থে ‘নির্বাণ’ কে ব্যাখ্যা করেননি। বুদ্ধদেব এঁর মতে ‘নির্বাণ ‘ শব্দটি ‘নির্বাপণ’ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। নির্বাপণ হল ‘অগ্নির নির্বাপণ’।অগ্নি বলতে তিনি রাগ,দ্বেষ, মোহ – এগুলিকে বুঝিয়েছেন। আবার ‘বাণ’ শব্দের অর্থ অনেক সময় ‘তৃষ্ণা ‘ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ‘নির্বাণ’ বলতে ‘তৃষ্ণা ‘র ক্ষয়কে বোঝানো হয়।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে ন্যায়-বৈশেষিক মত

মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্র গ্রন্থে প্রথম সূত্রে বলেছেন, “তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।” অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হলেই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ হয়।ন্যায় দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান বলতে বোঝায় দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান। ন্যায় মতে মোক্ষ হল- দুঃখ থেকে চির মুক্তি। মোক্ষ লাভ হলে দুঃখ পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না। মুক্তি হলে শরীর থাকে না এবং শরীরের উৎপত্তির আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই একে বিদেহমুক্তি বলা হয়েছে। ন্যায় মতে বিদেহমুক্তি প্রকৃত মুক্তি।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে সাংখ্য-যোগ মত

সাংখ্য-যোগ মতে 'মুক্তি ' কৈবল্য অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এই মতে পুরুষ ও প্রকৃতি যে ভিন্ন এই জ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান কৈবল্য লাভের উপায় বলে স্বীকৃত। সাংখ্যমতে 'আত্মা 'পুরুষ নামে খ্যাত। আর এই পুরুষ হল- ত্রিত্তনাতীত চৈতন্য স্বরূপ সত্তা। তাঁদের মতে তাই আত্মার বন্ধন ও তার মুক্তির ধারণা ভ্রমমাত্র।সাংখ্যমতে পুরুষ চৈতন্য স্বরূপ বলে তার দেখবার বা জানার শক্তি আছে।সুতরাং পুরুষ সাক্ষী।সুতরাং প্রকৃত সংখ্যাতত্ত্ব অনুশীলনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উদিত হলে দুঃখত্রয়ের চিরনিবৃত্তি বা কৈবল্য সম্ভব। সুতরাং সাংখ্য স্বীকৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অনুশীলন মোক্ষের উপায়।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে মীমাংসা মত

প্রাচীন মীমাংসা দর্শনে পরম পুরুষার্থ রূপে মোক্ষের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাচীন মীমাংসকগণ ত্রিবর্গ পুরুষার্থের উল্লেখ করেন তাঁদের মতে স্বর্গলাভ করাই হল পরম পুরুষার্থ। তবে কাম্য কর্মের ফল অনিত্য বলে পরবর্তী মীমাংসক দার্শনিক গণ স্বর্গলাভ কে পরমপুরষার্থ বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা ত্রিবর্গের পরিবর্তে চতুর্বর্গের উল্লেখ করে মোক্ষকেই পরমপুরষার্থ বলেছেন। মীমাংসকগণ বলেন, যখনই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হবে সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত কর্মফলেরও বিনাশ হবে। ফলে পুনর্জন্ম রোধ হবে এবং জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হবে। তাই মীমাংসকেরা বলেন, মুক্তির জন্য জ্ঞান ও কর্ম দুই প্রয়োজন। তাঁরা জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী।তাঁরা বলেন- আত্মার সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয়,কর্মেন্দ্রিয় এবং মন সংযুক্ত দেহের সম্পর্কই হল বন্ধন, পুনজন্ম নাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই সম্পর্কের আত্যন্তিক বিনাশই হল মুক্তি।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতবাদ

অদ্বৈত বেদান্তের মূল তত্ত্ব হলো- “ ব্রহ্মসত্য, জগত মিথ্যা,জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।” অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র চরম ও পরম তত্ত্ব এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু অবিদ্যা বশত জিব তার নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং মায়ার প্রভাবে জাগতিক সুখ দুঃখের অধিন হয়ে পড়ে।অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে অবিদ্যা নিবৃত্ত হলে জীবের মুক্তিলাভ সম্ভব হয়।অর্থাৎ জীব যে ব্রহ্মস্বরূপ তার প্রকাশ হয়।তাকেই মোক্ষ বা মুক্তি বলে।শঙ্কর বলেছেন, কেবল মাত্র জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ করা সম্ভব। তিনি জীবনমুক্তি ও বিদেহমুক্তি উভয় প্রকার মুক্তি স্বীকার করেছেন।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতবাদ

রামানুজের মতে মুক্তি হল কর্ম ও জ্ঞান এর ফল ।জ্ঞান বলতে রামানুজ ধ্যান,উপাসনা বা ভক্তি কে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন মুক্তির জন্য কর্মানুষ্ঠান করা প্রয়োজন এবং এগুলি অবশ্যই নিষ্কামকর্ম হওয়া উচিত। তবে রামানুজ বলেন যে , কেবলমাত্র বৈদিক কর্মানুষ্ঠান দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব হয়ে ওঠে না । কর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা জন্মে।বেদের বিভিন্ন অঙ্গ ও বেদান্ত পাঠের পর তার অর্থ উপলব্ধি হলে কর্মে বিরাগ জন্মে।

রামানুজের মতে, কেবল নিজের প্রচেষ্টাতেই জীবের পক্ষে মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কৃপা প্রয়োজন। জীবের ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হলে ,তিনি অবিদ্যা নাশ করে জীবকে বন্ধন তথা দুঃখমুক্ত করেন।

রামানুজ মুক্তি বলতে কেবল বিদেহ মুক্তিকেই বুঝিয়েছেন। তিনি মনে করেন, দেহ মানেই যেহেতু বন্ধন তাই দেহ থাকা কালীন কখনো মুক্তি হতে পারে না।

ক্রম : ছাত্রছাত্রীর নাম	পাস / অনার্স বিষয়
Sanjay Mukherjee	অনার্স
Sudipta Pal	অনার্স
Mandal Mondal	অনার্স
Arijit Banerjee	অনার্স
Avijit Hazra	অনার্স
Joni Patra	অনার্স
Biswajit Das	পাস
Abhijit Das.	অনার্স
Biswajit Ghosh	পাস
Rahul Ghosh	অনার্স
Kiron SK	অনার্স
Prakash Ghosh	অনার্স
Koushik Mukherjee	অনার্স
Chandan Das	পাস
Irfan Sk	পার্স
Nawaz Sarif Khan	অনার্স
Santanu Let	অনার্স
Ramesh Bagdi	পাস
Rakesh Dalui	পাস
Biswajit-Ghosh	অনার্স
Priyankar ghosh	hons
Pradip kumar Dhibar	Hons
Sajan Bagdi	Honours
Pradip Pal	পাস
Rajesh khan	Honours
Kisna majhi	Pass
Sudit Das	General
Rofuan Alam Sk	পাস

30.	Someswar Bagdi	pass
31.	Mampi Pal	
32.	Rajia khatun	HONS

CONCEPT OF SORBOMUKTI IN RADHAKRISHNAN

- Was born at Tiruttani near Madras
- Was a great philosopher
- He said, Philosophy is a wide term which includes logic, ethics, aesthetics, social philosophy, metaphysics

- Radhakrishnan considered as a great philosopher who tried to formulate a synthesis of Eastern & western thought.
- He was a follower of the SANKARA ADVAITA VEDANTA.
- He had a great belief in universal religion

- In all his writings the method was adopted by him was the COMPARATIVE METHOD
- To Radhakrishnan," Knowledge presupposes unity or oneness of thought and being,a unity that transcends the differentiation of subject and object."
- According to him there are three ways of Knowing-
- Sense experience
- Reasoning
- &
- Intuition

- To him the existence of world implies the existence of being, the source of all

- Absolute being is absolute freedom

- Moksa or Salvation is a continuous process to him
- Two conditions are essential for final salvation, the liberation of all or Sorbomukti- inward perfection attained by intuition of self
- &
- Outer perfection which is possible only with the liberation of all
- The liberated soul which have attained the 1st condition continue to work for the second.

- Every living being aims at his own perfection that is specific to him or her
- The individual has to work his evolution consciously and deliberately
- also has to act responsibly and cooperate with the purpose of evolution.

- The aim of YOGA is self – unification, the integration of the self.
- It aims at the discovery of the Self and the transformation of the totality.
- Jnana kormo and vokti are the three ways to attain the important term moksa
- God is SAT
- CIT
- ANANDA

- For the fullest development of the individual , freedom is necessary
- According him freedom lies discipline.
- Freedom of individuals is possible only if there is mutual consideration for one another.

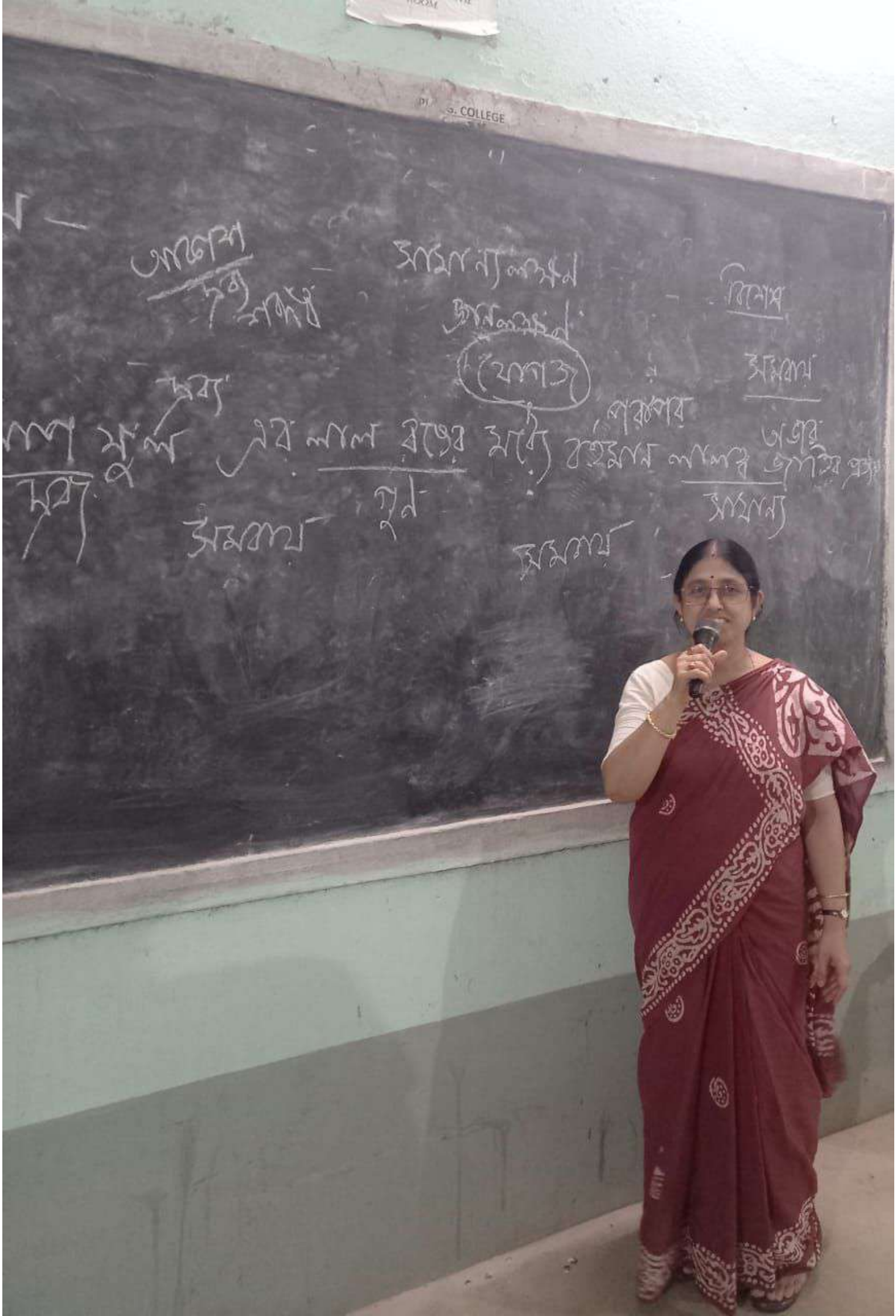
COLLEGE

ছাত্র/ছাত্রীর নাম	পাস/অনার্স বিষয়
বিজয়া চক্রবর্তী	অনার্স
Chandana Ghosh	অনার্স
Nabiun Nessa Khatun	পাস
Rinki Khatun	পাস
Smriti Mondal	অনার্স
Radharani Debanshi	অনার্স
Shilpa Ghosh	অনার্স
Siuli Ghosh	অনার্স
Prabhati Das	অনার্স
Salehar Khatun	অনার্স
Tanisha Roy	অনার্স
Tanushree Shee	অনার্স
Runi Khatun	Honours.
Krishna Ghosh (English)	Honurse
Sufia Ferdousi	Hounsy
Kajal Khatun (Bengali)	Honourse
Simpi Das (Bengali)	Honours
Nargis Sultana	পাস
Smriti Khatun	Honours.
Urmila Patra	Honours.
Nitu Saha	Honours.
Nandini Dhar	Honours.
Juhita Das	English Honours
Ankhi Saha	Honours
Aiposikha Banerjee	Honours
Rani Das	Honours
Laboni Mistri	Honours
Rupali Das Bayen (Bengali)	HONS
Nandita Das (Bengali)	HONS
Sangita Mondal	পাস
Soma Mondal (Bengali)	Hons

ছাত্রছাত্রীর নাম	সাকার / অনাকার বিশ্বাস
Sanjoy Mukherjee	অনাকার
Sudipta Pal	অনাকার
Mandal Mondal	অনাকার
Arijit Banerjee	অনাকার
Avijit Hazra	অনাকার
Joni Patra	অনাকার
Bisuajit Das	সাকার
Abhijit Das.	অনাকার
Biswajit Ghosh	সাকার
Rahul Ghosh.	অনাকার
Kiron SK	অনাকার
Prakash Ghosh	অনাকার
Koushik Mukherjee	অনাকার
Chandan Das	সাকার
Irfan SK	সাকার
Nawaz Sarif Khan	অনাকার

A departmental seminar of Philosophy will be held on 5.9.2017 Speaker- Soma Thakur